পরিশেষ কথা

পরিশেষ কথা

সাহিত্য মনের আনন্দ ও অবসর চর্চার ফসল ঠিকই কিন্তু সেখানেই সকল সাহিত্যের একমাত্র সার্থকতা নিহিত নয়। সাহিত্য একই সঙ্গে অহেতুক আনন্দের এবং মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সাহিত্য মানুষকে দেয় তার চিন্তা চেতনার এক বৃহৎ জগৎ, পাঠককে দেয় আত্মিক জাগরণও। এ উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বঙ্কিম পরবর্তী বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সৃজনডালাতে তুলে ধরেন সমাজ ও মানুষের অভিজ্ঞানকে।

রবীন্দ্র প্রতিভা শুধুই মহৎ কবির প্রতিভা নয়, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন এক বরেণ্য কর্মবীরও। সেই কবি কর্মীর ভূমিকাতেই আজও তিনি দেশ ও জাতির প্রাণপুরুষ। নগর কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হলেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারী সূত্রে বাংলাদেশকে চিনেছেন অন্য ভাব দৃষ্টিতে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন মানব জীবনের কঠোর জীবন যাপনকে। আর তিনিও স্পষ্ট বলেছেন, গ্রামের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। গ্রাম জীবনের মধ্যেই তিনি লোক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন শুনেছেন। বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে পেয়েছেন বিশ্ব কবির মর্যাদা। তাঁর মূল সূত্রটি নিহিত আছে এই গ্রামজীবনের প্রতি আগ্রহের মধ্যে। সেখানেই তিনি তাঁর আত্মস্বরূপের সন্ধান করেছেন। বলাবাহুল্য, এই গ্রামজীবন থেকেই প্রকৃত বাস্তব ঘটনা রবীন্দ্র সাহিত্যে নানা উপাদান হিসাবে সংগৃহিত হয়েছে। একথা তিনি নানা প্রসঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রতি তাঁর অনীহা ছিল না ঠিকই কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্র সমাজের কাছে দেশীয় ঐতিহ্যের অবহেলা তাঁকে গভীর ভাবে পীড়িত করত। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিজের লেখার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার সাহিত্যকে স্বীকরণ করে

নিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত নাগরিক বাঙালি জনমানসকে শেকড়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন। তাই পল্লী সংস্কৃতি অর্থাৎ লোক সাহিত্যের উপকরণ ও উপাদানের প্রতি পাঠক সম্প্রদায়কে প্রথম থেকেই সচেতন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশীয় লোকজ উপাদান গুলোর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। অবহেলিত লোকজ উপাদানকে তিনি নিজ সাহিত্য সম্ভারে ভুরি ভুরি পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, তা গবেষণা কর্মে আত্ম নিয়োগ করে আমরা যথার্থ অনুভব করেছি। বর্তমানে পরিশেষ কথা পর্বে অন্তর্নিহিত মূল্যটুকু বুঝে নেওয়ার চেষ্টাও করেছি।

লোকসাহিত্য ও বাংলা ভাষাসাহিত্য ধারায় প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দগুচ্ছ অন্যতম উপাদান। কারণ আপামোর বাঙালির জীবন চর্যার ঐতিহ্যগত ফসল ঐগুলি। তারা উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, কথায় কথায় ব্যবহার করে মনোভাবকে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি নিজের সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ধারাতে প্রয়োগ করেছেন। গবেষণা সন্দর্ভে সব ধারার কথা তেমন ভাবে উল্লেখিত না হলেও, কথা সাহিত্যের ধারাতে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ গল্প ও উপন্যাসের ধারাতে সময়ের পর্যায়ক্রমে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রবাদ, বাগধারাগুলি কখনও উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, কখনও কখনও ভাব প্রকাশের মধ্যে, আবার কখনও প্রবাদবাক্যটি অনুবাদার্থে প্রয়োগ করে পাঠক সম্মুখে চরিত্রের ভাবমূর্তি, সমকালীন লেখকের ভাবনায় পাঠককে ভাবায়িত করেছেন। এগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকাংশে তিনি কাহিনির গতিপথকে জটিল বুনন ধারায় বেঁধে দিয়েছেন। কাহিনির মধ্যে তিনি একই চরিত্রের মুখে পর পর প্রবাদ, বাগধারা বাক্যের মধ্যে বসিয়ে পাঠক সমাজকে ভাবজগতের অধিবাসী করেছেন।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত আলোচ্য সন্দর্ভে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল রচনায় প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ নির্ভর আলোচনাকে আমরা কেবল গল্প ও উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি। যিনি বহু মানুষের চলার পথের অগ্রদূত, অনুপ্রেরণা এবং বলা যায় জীবন দেবতা, তিনি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে একেবারে নীচুতলার, নিরক্ষর গ্রামীণ লোকের মুখে উচ্চারিত উপাদানগুলিকে কীভাবে প্রয়োগ করেছেন, এবং গল্প, উপন্যাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় প্রবাদ, প্রবচন, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ কতটা সার্থক প্রয়োগ হয়েছে তার অন্বেষণ করাই আমাদের গবেষণা সন্দর্ভ পত্রের আশু উদ্দেশ্য। অন্বেষিত বিষয়বস্তু খণ্ডিত ভাবে হলেও আমাদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে রবীন্দ্র গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে প্রবাদ, বাগধারার প্রয়োগ কত বিচিত্র ও বিস্ময়কর। উচ্চ শিক্ষিত সমাজের কাছে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, এই লোকজ উপাদানগুলি কত যত্ন সহ আধুনিক সৃষ্টি কলায় প্রযুক্ত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত কেবল রবীন্দ্র গল্প ও উপন্যাসের শিল্পকলা থেকেই স্পষ্ট অনুভব যোগ্য। প্রবাদ-প্রবচন যে কেবল লোক সাধারণের মুখের ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, ঐগুলি রবীন্দ্রনাথের সৃজনভাবনাকেও নানাভাবে পুষ্টি দান করেছে। সার্বিক বিরোধ বিচ্ছিন্নতার কালে রবীন্দ্রনাথের এই সমন্বয়ী ভাবনাকে বিশ্লেষনী যুক্তিতে তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা। উদ্ধৃষ্ট অন্বেষণের চরম প্রাপ্তি এখানেই।